মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গণতন্ত্র পুনঃরুদ্ধারের অগ্রযাত্রায় গণ-মানুষের অবিসংবাদিত দল বিএনপি’র নির্বাচনের যৌক্তিক দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদল।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন হোটেলে এ ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তেব্যে শফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপি কৃষক বান্ধব দল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য জাতিয়তাবাদী কৃষকদল গঠন করে। জন্ম লগ্ন থেকেই জাতীয়তাবাদী কৃষক দল বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, গত ১৭ টি বছর আমরা নির্যাতিত হয়েছি। শান্তি মত পরিবার নিয়ে বাড়িতে ঘুমাতে পারি নাই স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারি নাই। রাস্তায় ঠিকমতো বের হতে পারি নাই। সব সময় ভয়ে থাকতাম কখন পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। কখন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

৫ আগস্টের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ১৭ বছরের নির্যাতনকারী স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়েছে। আমরা পেয়েছি নতুন স্বাধীনতা। আগামী নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আমাদের নেতাকর্মীদের যে সকল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানী করেছে আমরা তাদের কড়ায় গুন্ডায় হিসাব নেবো।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক কুন্নুত আলীর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক মিরাজ উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক

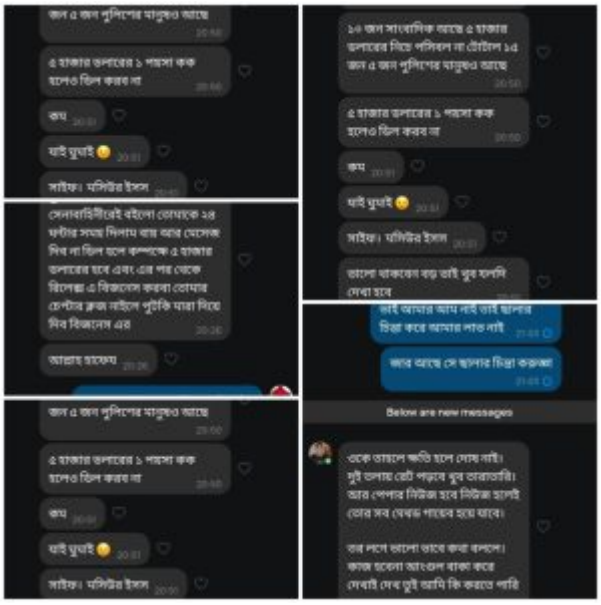

মকবুল, সহসভাপতি লিয়াকত, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সহসভাপতি রমজান আলী, উপজেলা কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।

এ সময় কৃষকদলের মুজিবনগর উপজেলাসহ ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে রহিত আলী মন্ডল কে সভাপতি এবং জাকির হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন জাতিয়তাবাদী কৃষকদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

জনতার কণ্ঠস্বরের মুখোশে চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইল!

লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম
শাহিন। বাড়ি মেহেরপুরের মল্লিক
পাড়ায়। স্থানীয়ভাবে তিনি শাহিন
খরা বলে পরিচিত। গত এক বছর ধরে
ফেসবুক লাইভে বলিষ্ঠ কণ্ঠে
উপস্থিত হয়ে আলোচনায় আসেন এই
প্রবাসী।

আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে দুর্নীতি বিরোধী বক্তব্য, কড়া সমালোচনা, আর রাজনৈতিক নেতাদের একের পর এক এক্সপোজে নিজেকে তুলে ধরেন জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে। তবে এবার তার বিরুদ্ধেই উঠেছে ব্ল্যাকমেইল ও চাঁদাবাজির মত ভয়ানক অভিযোগ।

মুখে জুয়া বিরোধী, পেছনে ডলার বাণিজ্য!

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে শহিদুল ইসলামের পরিচিতি বাড়তে থাকে

রাজনৈতিক লাইভ ও কড়া সমালোচনার মাধ্যমে। রাজনৈতিক নেতাকর্মী, গণমাধ্যম কর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, আদালতের বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার, এমনকি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার কেউ বাদ পড়েননি তার খিস্তিখেউড়ের তালিকা থেকে।

তবে তার প্রকৃত পরিচয় সামনে আসে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে মহৎ সামাজিক যুদ্ধের আড়ালে। বিভিন্ন সূত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম শাহিন জুয়াড়িদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করেন এবং পরে তাদের ফোন দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করতে থাকেন।

সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেলে জমা পড়া স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, শহিদুল ইসলাম কারও কাছ থেকে তিন হাজার ডলার, কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার দাবি করেছেন ‘ ডলার দও অথবা জুয়া বন্ধ করবা, নইলে সেনাবাহিনী দিয়ে তুলে নেব’ এমন হুমকিও উঠে এসেছে কথোপকথনে। স্ক্রিনশট গুলি জেনুইন বলে নিশ্চিত করেছে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

ছিল জনসমর্থন, এখন প্রশ্নের মুখে গ্রহণযোগ্যতা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকায় অনেকেই শহিদুলকে সমর্থন দিতেন। তার মাধ্যমে স্থানীয় চক্রের তথ্য ফাঁস হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল অনেকের। কিন্তু এখন প্রমাণসহ অভিযোগ আসার পর সাধারণ মানুষ বলছে, “যাকে আমরা দেখছিলাম রক্ষক, সে-ই এখন ভক্ষক!”

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এবার মিলেছে প্রমাণ

শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ একদিনের নয়। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, আগে এসব বলার সাহস ছিল না। কেউ প্রমাণও রাখতে পারেননি। তিনি মূলত ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদের আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভে এসে আক্রমণ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সঙ্গে গোপন কোন সমঝোতা হয় ততক্ষণ তিনি তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর হঠাৎ পূর্বের পোস্ট গুলো ডিলিট করে দেন। এভাবেই চলে আসছিল কয়েক মাস। এমনকি খুলনার রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক তার বড় ভাইয়ের বন্ধু এমন দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন মহলে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তবে এবার মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে জমা পড়েছে অসংখ্য স্ক্রিনশট, কললগ এবং ভয়েস রেকর্ডিং যা তাকে রক্ষা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্টদের।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি গোপাল কুমার কর্মকার বলেন, ‘শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁদাবাজির একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কল রেকর্ড এবং হুমকিমূলক মেসেজের স্ক্রিনশট সাইবার ক্রাইম বিভাগে জমা দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমরা খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এছাড়া গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের বিস্তারিত অনুলিপি যথাযত কতৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে, যাতে বিষয়টির সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

তবে এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহিনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ দিয়েছে সেটা আগে খুঁজে বের করি। আর যে অভিযোগ দিয়েছে সে পারলে প্রমাণ করুক আমি চাঁদাবাজি করেছি।
‘

ভারতে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত, বহু হতাহতের শঙ্কা

ভারতের আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার এই দুর্ঘটনায় আদানি পরিচালিত বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখা যায়।

সূত্র জানায়, আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে টেকঅফের আগে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। এএনআইয়ের বরাতে জানা গেছে,

উড়োজাহাজটিতে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। তবে এখনো স্পষ্ট নয়, এটি কোন ধরনের বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ ছিল।

বিধ্বস্ত হওয়ার স্থানটি একটি আবাসিক এলাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকায় যাওয়ার সব সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ, তবে এখনো সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। উদ্ধার অভিযান চলছে।

তবে অন্য একাধিক সূত্র দাবি করেছে, উড়োজাহাজটি অবতরণের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে আহমেদাবাদের অভিজাত এলাকায় ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ দেখা গেছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প নিয়ে জটিল প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

মাটি যখন কারো না, সেখানে ভবন কীভাবে কারো হবে? মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে পন্ডের ঘাট এলাকায় গড়ে উঠছে একটি নতুন ভবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্নের গায়ে লেগে আছে নিয়ম ভাঙার কালি। পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিশাল এক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে দরপত্র আহ্বান করেছে যে জমির মালিকানাই এখনো সরকারের হাতে নেই। একটি স্থাপনা দাঁড়ায় যে জমির উপর, তার মালিকানা না নিশ্চিত করেই যেখানে ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি, এ যেন বালির উপর প্রাসাদ গড়ার মতো।

গ্রীষ্মের ধুলাঝরা বিকেলে যখন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে একটুকরো জমির ওপর দাঁড়ানো হয়, তখন বোঝা যায়- এটা কেবল একখণ্ড ভূমি নয়; এটা একজন মানুষের জীবনভিত্তি, উত্তরাধিকার, প্রজন্মের আশা। এই জমির

মালিক মো. আশরাফুল হক বলছেন, ‘শহরের উপকন্ঠে বামনপাড়া মৌজায় ২৩২২ ও ২৩২৩ দাগের একবিঘা জমি অধিগ্রহণ করেন। আমার জমির বাজারমূল্য তিন কোটি টাকা। সরকার আমাকে দিচ্ছে মাত্র ১ কোটি ৬ লাখ। দলিল হয়নি, অধিগ্রহণও সম্পন্ন নয়- তবু দরপত্র আহ্বান! এটা তো আইনের অপমান।”

তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন এবং উচ্চ আদালত সেখানে স্থগিতাদেশ দেন। অথচ প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের তাড়া যেন আদালতের আদেশকেও বিব্রত করে।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ‘মো. ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স’ ইতোমধ্যে পেয়েছে কাজের দায়িত্ব। সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে চলতি মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত। ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, হাতে আছে মাত্র চোদ্দ দিন।একটি সরকারি দপ্তরের ভিত গড়তে গিয়ে যখন ন্যায়বিচারকে পাশ কাটিয়ে এগোনো হয়, তখন শুধু একটা ভবন নয়- আস্থা, আইন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিও ক্ষয়ে যেতে থাকে।

ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, “জমি ক্রেতারা সাধারণত বিক্রেতার সাথে যেদামে ক্রয় চুক্তি করেন তার থেকে কমদামে দলিল রেজিস্ট্রি করেন। ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে যেমন বঞ্চিত হয়। তেমনি সরকার জমি অধিগ্রহণকালে রাস্ট্রিয় প্রয়োজনে জমি কেনা বেচায় জমির দাম না মেলাতে মামলা মোকদ্দমা বাড়ছে। ফলত, সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনসাধারণও পড়ে হয়রানির মধ্যে।”

জেলা প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, “জমির দাম নিয়ে আপত্তি থাকলে তা আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করা উচিত। কিন্তু দলিল সম্পন্ন না করে দরপত্র আহ্বান করা হলে সেটি প্রশাসনিক ও নৈতিক দুই দিক থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।”

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন,“জমি অধিগ্রহণ ও রেজিস্ট্রি শেষ না করে ভবনের দরপত্র ডাকা ঠিক হয়নি, স্বীকার করি। বিষয়টি প্রশাসনিক আলোচনায় রয়েছে।”

স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিষয়টি নিয়ে। কেউ বলছেন, “আইনি জটিলতা নিয়ে শুরু হওয়া ভবন কখনো টেকসই হয় না,” কেউ বা বলছেন, “ব্যক্তি মালিকানার জমি দখল করে উন্নয়ন নয়, এটা তো অন্যায্য দখলদারি।”

বিশিষ্ট এক সমাজকর্মী বলেন,“সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পকে আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু তা যেন হয় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ভিতরে। জমির ন্যায্য দাম না দিলে ভবিষ্যতে ক্ষোভ জন্ম নেবে, যা কোনো ভবনের ভিত্তির চেয়েও বিপজ্জনক।”

এই ঘটনা কেবল একটি জমি নিয়ে নয়, এটি একটি নৈতিক সংকট, একটি প্রশাসনিক গাফিলতির প্রতিচ্ছবি।যেখানে নিয়মের চেয়ে ‘তাড়াহুড়ো’র মূল্য বেশি, সেখানে ন্যায় ও উন্নয়ন সমান্তরালভাবে চলতে পারে না। প্রকল্প হয়তো শেষ হবে সময়মতো, ভবন উঠেও দাঁড়াবে, কিন্তু তার নিচে যে জমিটি এখনো ব্যক্তি মালিকানায়। ফলে সংকট হয়তো আরও গভীর ক্ষত রেখে যাবে সমাজে।

মেহেরপুরের পিরোজপুর ও আমদহে এনসিপির গণসংযোগ

মেহেরপুরে বিচার, সংস্কার ও গণপরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে সদর উপজেলায় তৃতীয় দিনের মতো জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি’র গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সদর উপজেলার পিরোজপুর ও আমদহ ইউনিয়নে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গণসংযোগে অংশ নেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য, অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। এসময় এনসিপির জেলা ও উপজেলা সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পথসভায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বেকারত্ব দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, এবং সকলের জন্য বৈষম্যহীন অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ও সুদূরপ্রসারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়।

মেহেরপুরে যুবককে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের শিংহাটি গ্রামের পূর্বপাড়ায় যুবক হারুনুর রশিদকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে।

আজ মঙ্গলবার (১০ জুন) দুপুর ২ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত হারুনুর রশিদ শিংহাটি গ্রামের এনামুল হকের ছেলে।

হারুনুর রশিদ জানান, “আমাদের বাসার সামনের জমিতে তারা ঘেরা ঘেরি শুরু করে দেয়। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকে পিছন থেকে শাবল দিয়ে আঘাত করে। পরে আরো তিন-চার জন মিলে আমাকে এবং আমার দুজন প্রতিবন্ধী ভাইকে মারতে থাকে।”

বর্তমানে হারুনুর রশিদ মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

করোনা সতর্কতা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫ নির্দেশনা

প্রতিবেশী ভারতসহ কয়েকটি দেশে করোনার নতুন ধরন ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশেও সতর্কতা জোরদার করেছে সরকার। এমন অবস্থায় দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি মানা নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক দেওয়া এক পোস্টে বলেন, করোনার নতুন

উপধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব বিষয় মানার কথাও বলা হয়েছে।

সেগুলো হচ্ছে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া। এ ছাড়া, জনসমাগম এড়িয়ে চলা এবং বাইরে বের হলে মাস্ক পরা। যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি আশপাশে থাকে, তবে তার থেকে অন্তত তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা। অপরিষ্কার হাত দিয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা।

হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু অথবা কনুই দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায়ও বলা হয়েছে, দেশের আন্তর্জাতিক প্রবেশপথগুলোতে থার্মাল স্ক্যানার ও ডিজিটাল থার্মোমিটারের মাধ্যমে আগত যাত্রীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই মজুদ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

গুরুতর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে যেতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে আইইডিসিআরের হটলাইনে (০১৪০১-১৯৬২৯৩) যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

মুজিবনগর সীমান্তে ১২ জনকে পুশ ইন করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জন বাংলাদেশি পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে ৯৭/১ সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে

তাদের পুশ ইন করে বিএসএফ। পরে বিজিবি খবর পেয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে তাদের আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশকে হস্তান্তর করে।

পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন—কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার ফুলমতি গ্রামের রহমত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪২), জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী শাহাজাদী খাতুন (৩০), ছেলে মিরাজ আলী (১৫), একই থানার কবুরামাবুদ গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের স্ত্রী লাভলী খাতুন (৪২), ছেলে হাছেন আলী (২০), বাবুল হোসেন (২৪), বাবুল হোসেনের স্ত্রী জেনমিন খাতুন (২০), ছেলে জহিদ হোসেন (৩), জাকির হোসেন (১), হাছেন আলীর স্ত্রী জান্নাতী খাতুন (১৮), ১০ দিন বয়সী মেয়ে হাসিনা খাতুন, শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আজিজুল ইসলামের ছেলে ইয়াসিন হোসেন (২৫)।

পুলিশ জানায়, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের কেউ ১০ বছর আগে, কেউ ১৫ বছর আগে ভারতে গিয়েছিল। তারা বিভিন্ন ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশি বলে দাবি করছে। আমরা তাদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছি। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, এছাড়া পুশ ইন বিষয়ে আমরা রাঙ্গেরপোতা ১৬১ বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের জন্য চিঠি দিয়েছি

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সৌরভের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সৌরভকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে।

গত সোমবার মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌরভ নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের চারজনসহ

মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন নাজমুল হোসেন, মাসুদ রানা, মাসুদের স্ত্রী সীমা খাতুন এবং তাদের যমজ দুই মেয়ে শাফিনা ও মেহেরিমা।

নিহত সৌরভ মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা, তিনি আজাদ আলীর ছেলে। আহত নাজমুল হোসেন শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার মেরাজ হোসেনের ছেলে। মাসুদ রানা সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের মনি মণ্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৌরভ ও নাজমুল একটি মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় মাসুদ রানা তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে আরেকটি মোটরসাইকেলে করে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। বাড়াদিতে পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ছয়জন গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌরভকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

এনসিপি’র উদ্যোগে গাংনীতে কোরবানির গোস্ত বিতরণ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা ও পৌরসভায় দ্বিতীয় দিনের মতো প্রায় ৩০০ অসহায় ও নিম্নআয়ের পরিবারের মাঝে কোরবানির গোস্ত বিতরণ করা হয়েছে।

এনসিপি’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ এর উদ্যোগে এই গোস্ত বিতরণ করা হয়।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে গাংনীর বিভিন্ন গ্রাম ও পাড়ায় গিয়ে এসব গোস্ত পৌঁছে দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির স্থানীয় নেতারা। কোরবানির এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়ে সাকিল আহমাদ জানান, “আমরা চাই, ঈদের আনন্দ সবাই ভাগ করে নিক। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ যেন এই খুশি থেকে বঞ্চিত না হয় — সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।”

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা, যারা পুরো প্রক্রিয়া সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, ঈদুল আযহার প্রথম দিনেও একইভাবে ২৫০ পরিবারের মধ্যে কোরবানির গোস্ত বিতরণ করেছিল এনসিপি, মেহেরপুর। নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মুজাহিদুল ইসলামসহ যুক্ত ছিলেন আমির হামজা, শামীম আহমেদ আজম, আকাশ প্রমুখ।

এ ধরণের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে দলটি।